সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিসেম্বর ২০১৪

—২৬৭—

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০		ভূমিকা	৩
২.০		ক্ষুদ্রসেচ এর সংজ্ঞা, উৎস ও পরিধি	৩
৩.০		সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার লক্ষ্য	৪
৪.০		সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ	৪
৫.০		সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা	৫
	৫.১	সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার	৫
	৫.২	সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের অবকাঠামোর উন্নয়ন	৫
	৫.৩	ভূগর্ভস্থ পানি বিধিমালা	৫
	৫.৩.১	সেচ কাজে ব্যবহৃত নলকূপে পারস্পরিক দূরত্ব নির্ধারণ	৫
	৫.৪	ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাব্য কার্যক্রম	৬
	৫.৫	হাওর অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা	৬
	৫.৬	উপকূলীয় অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা	৬
	৫.৭	পাহাড়ী অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা	৭
	৫.৮	চর অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা	৭
	৫.৯	বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা	৮
	৫.১০	সম্পূরক সেচ	৮
	৫.১১	সেচ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও সুবিধা প্রদান	৮
	৫.১২	সেচ কমিটি গঠন	৯
	৫.১২.১	উপজেলা সেচ কমিটি	৯
	৫.১২.২	উপজেলা সেচ কমিটির কার্যাবলী	৯
	৫.১২.৩	জেলা সেচ কমিটি	১০
	৫.১২.৪	জেলা সেচ কমিটির কার্যাবলী	১০
	৫.১৩	সেচযন্ত্রের নিবন্ধন প্রদান	১১
	৫.১৪	সেচযন্ত্রের মান নিয়ন্ত্রণ	১১
	৫.১৫	সেচ কাজে প্রযুক্তিগত সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ হ্রাস	১১
	৫.১৬	সেচচার্জের সমতা নির্ধারণ	১২
	৫.১৭	প্রশিক্ষণ ও গবেষণা	১২
	৫.১৮	সেচ ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ	১৩
	৫.১৯	সেচ ব্যবস্থাপনায় সরকারি, বেসরকারি এবং বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রমের সমন্বয়	১৩
	৫.২০	আধুনিক ডাটাবেইস	১৩
	৫.২১	স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ	১৪
৬.০		প্রাতিষ্ঠানিক নীতি	১৪
৭.০		আইনগত কাঠামো	১৫
৮.০		উপসংহার	১৫

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষি কর্মকান্ডের সহিত জড়িত এবং তারাই এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষির উন্নতি তথা খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপকরণ। কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে সেচের কোন বিকল্প নেই। সেচের পানি সুষ্ঠু ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের কৃষকগণ কোন না কোনভাবে ফসলে সেচ দিয়ে আসছে। বৃষ্টি নির্ভর কৃষির সাথে সনাতন সেচ পদ্ধতির মধ্যে 'দোন' এবং 'সেউতি' ছিল প্রধান। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এ দেশে সেচযন্ত্র এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। আধুনিক সেচযন্ত্র যেমন-গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প, ভাসমান পাম্প, সেচ অবকাঠামো ও কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ইত্যাদির সাথে এখনও কোথাও কোথাও সনাতন পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে দু ধরনের সেচ ব্যবস্থাপনা চালু আছে, বৃহৎ সেচ ও ক্ষুদ্রসেচ । বৃহৎ সেচ কার্যক্রম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ও ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০৯-১০ সনের যৌথ জরিপের (বিএডিসি, বিএমডিএ ও ডিএই) তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮.২৭ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৬৩% এলাকা সেচের আওতায় এসেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অতিরিক্ত ২০% এলাকা সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। বোরো মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) দেশের সেচকৃত জমির প্রায় ৯৭% এলাকা ক্ষুদ্রসেচ এবং অবশিষ্ট ৩% এলাকা বৃহৎ সেচ কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

বিগত ১৯৯৯ সনে সরকার কর্তৃক প্রণীত কৃষি নীতির আওতায় ক্ষুদ্রসেচ নীতি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। তবে বর্তমান ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিসহ সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা অধিকতর গতিশীল করা এবং সেচযন্ত্র পরিচালনা, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উহার অপচয়রোধ, সেচ খরচ কমানো এবং সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের সেচ কর্মকান্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকল্পে একটি নীতিমালার প্রয়োজন উপলদ্ধি করা হয়। কাজেই বিদ্যমান ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা জাতীয় কৃষি ও পানি নীতির সাথে সমন্বয় রেখে হালনাগাদ করে সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

শুষ্ক মৌসুমে সীমিত পানি সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর নানামুখী চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় সেচ কার্যক্রমের ভূমিকা এবং এর সঠিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালায় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালায় সেচ কার্যক্রমে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের দিক নির্দেশনা এবং সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাসহ বিশেষ এলাকা যেমন উপকূলীয়, হাওর, চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থাপনার দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

সেচের জন্য সুচিন্তিত, সমন্বিত ও পরিকল্পিত সেচ কার্যক্রম গ্রহণ, সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ, সেচ খরচ কমানো, কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

২.০ সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ

কৃষি উৎপাদন আধুনিকীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রমে সমন্বয়, দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা, পানির অপচয়রোধ, সেচ খরচ হ্রাস ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সাধারণত স্বল্প এলাকা নিয়ে যে সকল সেচ স্কীম এককভাবে গঠিত হয়, তাই ক্ষুদ্রসেচ স্কীম। যে ব্যবস্থাপনায় এ সকল স্কীম পরিচালিত হয়, তাই ক্ষুদ্রসেচ। খাল, বিল, নদী-নালা, হাওর, বরোপিট ইত্যাদি জলাশয়, পাহাড়ী ছড়ার প্রবাহমান ও জোয়ার ভাটার ভূপরিস্থ পানি এবং ভূগর্ভস্থ পানি ক্ষুদ্রসেচের উৎস হিসেবে বিবেচিত। ক্ষুদ্রসেচের আওতায় সর্বোচ্চ ২০০০ হেক্টর পর্যন্ত জমি নিয়ে Cultivable Command Area (CCA) গঠিত হতে পারে।

৩.০ সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার লক্ষ্য

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য অন্যতম প্রধান উপকরণ সেচের পানির উৎস চিহ্নিতকরণসহ পানির অপচয়রোধ করে জমিতে সেচ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে ফসলের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি খাতকে লাভজনক করে এ খাতে বিনিয়োগের জন্য কৃষক ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে। সরকারের নীতি খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার যাবতীয় লক্ষ্য পরিপূরণের উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা পর্যায়বৃত্তে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হবে। এ নীতি দেশের ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। সেচের পানির উৎসের উন্নয়ন, সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ, স্থানীয় সংস্থাসহ বেসরকারি ব্যবহারকারী ও উদ্যোক্তা কৃষক এ নীতিমালা থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

৪.০ সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা ও দেশের সেচ কাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা, পানির অপচয় রোধ করা, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা, ফসল উৎপাদনে নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধি করা, সেচ খরচ কমানো এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। কাজেই দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত সব সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে দিক নির্দেশনা দেয়া সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

৪.১। সেচের পানির প্রাপ্যতা নির্ণয় ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার।
- সমীক্ষার মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার।
- ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার (Conjunctive use) নিশ্চিতকরণ।

৪.২। সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ
- বিদ্যমান সেচযন্ত্র এবং সেচ অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তোলিত/সরবরাহকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
- নতুন সেচ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।

৪.৩। সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস।

৪.৪। সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান।

৪.৫। মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সেচের জন্য মানসম্পন্ন পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

৪.৬। খামারে পানি ব্যবস্থাপনা (On Farm Water Management) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

৪.৭। দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধিকরণ।

৪.৮। সম্পূরক সেচের (Suplimentery Irrigation) মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং খরার সময় কৃষককে সম্পূরক সেচ গ্রহণে সহায়তাকরণ।

৪.৯। দরিদ্র, অনগ্রসর এবং বেকার যুব ও নারী সমাজকে সেচ কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৪.১০। সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৪.১১। সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৪.১২। সেচযন্ত্রসহ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নিয়মিত মনিটরিংসহ উন্নত ও যুগোপযোগী সেচ ব্যবস্থার কৌশল নির্ধারণে গবেষণা জোরদারকরণ।

৪.১৩। সেচ কাজে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে Remote Sensing (RS), Geographical Information System (GIS) and Modelling সহ প্রাপ্ত অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সীমিত পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.১৪। ভূগর্ভস্থ পানি স্তর ও গুণাগুণেরভিত্তিতে গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ প্রস্তুত ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা হালনাগাদকরণ।

৪.১৫। অঞ্চলভিত্তিক (উপকূলীয়, পাহাড়ি, চর, হাওর ইত্যাদি) ফসল উপযোগী সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪.১৬। ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতাসম্পন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণ।
৪.১৭। সেচযন্ত্র/ অবকাঠামোর প্রকার, মাটির বৈশিষ্ট্য ও ফসলের ধরন বিবেচনা করে সেচচার্জ নির্ধারণ।
৪.১৮। স্থানীয় কমিউনিটিতে সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিবেশ গড়ে তোলা।
৪.১৯। পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে সমন্বিত টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
৪.২০। সেচের পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কল্পে সমবায় ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

৫.০ সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা

৫.১ সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার

ভূপরিস্থ পানিতে সাধারণত ফসলের জন্য ক্ষতিকর তেমন কোন উপাদান না থাকায় তা সেচের জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশে নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওরে সংরক্ষিত ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে অনেক বেশি এলাকায় সেচ প্রদান করা সম্ভব। তাই সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) সেচ কাজের জন্য ভূপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান। সে লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

খ) ছোট ছোট নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও মজা পুকুর সংস্কার ও পুনঃখনন করে পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং এসব জলাশয়ে পানি ধরে রাখার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জলাধারে মাছ চাষ ও খালের দু'পাড়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

গ) প্রবাহমান নদীর পানি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প/ অবকাঠামো স্থাপন করে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে দূর দূরান্ত এলাকা পর্যন্ত কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা ;

ঘ) জমি ও পানির অপচয়রোধে ভূপরিস্থ সেচনালার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

ঙ) সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী জরিপ করে এলাকাভিত্তিক বিশেষ সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.২ সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের অবকাঠামো উন্নয়ন

বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন করে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে তা সেচ কাজে লাগানো হবে। কাজেই সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নীতি হলোঃ

ক) পরিকল্পিতভাবে খাল বিল, হাওরসহ সকল প্রকার জলাধার খনন, পুনঃখনন, বাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও মৎস্য প্রজননে বিঘ্ন না ঘটে ও ইকো সিস্টেমে যেন বিরুপ প্রভাব না পড়ে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিমিত পানির অতিরিক্ত পানি পাম্পের সাহায্যে নিষ্কাশন করা;

খ) পাম্পের সাহায্যে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) বিদ্যুৎসহ সকল সেচযন্ত্র ও অবকাঠামো মেরামত ও পুন:নির্মাণ করা;

ঘ) পোল্ডারভিত্তিক সেচ কাঠামোর উন্নয়ন ও জলাধার তৈরীর মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদন করা।

৫.৩ ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা

৫.৩.১ সেচ কাজে ব্যবহৃত নলকূপের পারস্পরিক দূরত্ব

ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অর্ডিনেন্স ১৯৮৫ অনুসরণ করে ১৯৮৭ সালে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা জারী করা হয়। এ বিধিমালায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ৫(২)"ঙ" এর তফসিল-১ এর ৫নং ক্রমিকে দুটি নলকূপের পারস্পরিক দূরত্বের শর্তাবলী নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ দূরত্বের শর্তাবলী স্থগিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে নিম্নবর্ণিত বিরূপ প্রভাব পড়েঃ

ক) দূরত্বের শর্তাবলী স্থগিত হওয়ার পর অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র সেচযন্ত্র স্থাপন করায় নলকূপের আওতায় সেচ এলাকা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশংকাজনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। মিঠা পানির চাপ হ্রাস পাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ) ভূগর্ভস্থ স্থিতিশীল পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে অনেক এলাকায় পাতকূয়া, হস্তচালিত নলকূপ, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ অচল হয়ে পড়ছে। ফলে সেচ অবকাঠামোর যথাযথ সম্প্রসারণ হচ্ছে না।

গ) সেচযন্ত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় একদিকে সেচযন্ত্র ক্রয়ে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে, অপরদিকে সেচের পানির অপচয় হওয়ায় কৃষকদের সেচ কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই সেচ এলাকার আশানুরূপ সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ) সামাজিক কোন্দল দেখা দিচ্ছে যা কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মকরূপ ধারণ করছে।

৬)   পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য নলকূপ খননের স্থানটি এরূপ নির্বাচিত হবে যাতে সেচের পানি চার দিকে অন্তত দুদিকে বিতরণ করা যায়। বরেন্দ্র (ভূ-তাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত) এলাকা ব্যতিরেকে দেশের অন্যান্য এলাকায় দুটি নলকূপের পারস্পরিক ন্যূনতম দূরত্ব নিম্নরূপ হবে, যথাঃ

১। দুইটি গভীর নলকূপের মধ্যে - ২৫০০ ফুট;
২। একটি গভীর নলকূপ ও একটি অগভীর নলকূপের মধ্যে - ১৭০০ ফুট;
৩। দুইটি অগভীর নলকূপের মধ্যে - ৮০০ ফুট।

সেচ কাজে ব্যবহৃত নলকূপের পারস্পরিক দূরত্বের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সর্বনিম্ন দূরত্ব সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে সরকার ভূ-তাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত বরেন্দ্র এলাকার ক্ষেত্রে দূরত্ব শিথিল করতে পারবে এবং তা সময়ে সময়ে সরকারের পক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

৫.৪ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাব্য কার্যক্রম

ক) খাল, বিল পুকুর, হাওর, পাহাড়ি ছড়া, পুনঃখনন করত ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পৃথক কর্মসূচি নেয়া;

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চিনিকলের কুলিং কাজের পর এ কাজে ব্যবহৃত নিরাপদ পানি ড্রেনেজ ক্যানেলের মাধ্যমে নদীতে নির্গত হয়ে থাকে। বিএডিসি কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কনডেনসার কুলিং ওয়াটার আংশিক গতি পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী আবাদী জমিতে স্হানান্তর করে বোরো ফসলে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে। দেশের অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চিনিকলগুলোর নির্গত পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য একই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি করা;

গ) ভবিষ্যতে পানি ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ সমীক্ষা করে গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ (Groundwater Zoning Map) ৩ থেকে ৫ বছর পরপর আপডেট করা এবং সে অনুযায়ী পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ করে পানির প্রাপ্যতা মোতাবেক বিভিন্ন সেচযন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নেয়া। ওয়াটার মাইনিং (Water minning) রোধকল্পে কোনক্রমেই ভূগর্ভস্থ পানি নিরাপদ পরিমাণের চেয়ে বেশি উত্তোলন না করা;

ঘ) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামোর ক্ষমতা অনুযায়ী উহার সুষ্ঠু ব্যবহার, সেচযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং পানি বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। সেচ অবকাঠামো উন্নয়নে সুবিধাভোগীদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা;

চ) ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্য রক্ষার্থে যে সমস্ত এলাকায় প্রাকৃতিক পানি পুনর্ভরণ অপেক্ষা উত্তোলিত পানির পরিমাণ বেশি সে সব এলাকায় যাতে ওয়াটার মাইনিং না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) সেচের পানি সাশ্রয় ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তিসহ এধরনের অন্যান্য কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৫.৫ হাওর অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা

হাওর অঞ্চলের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এখানকার কার্যক্রমও ভিন্ন ধরনের হবে। আগাম বন্যার কারণে উঠতি বোরো ফসল পানিতে নিমজ্জিত ও নষ্ট হয়ে যায়। বোরো ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা ও অতিরিক্ত পানি নিয়ন্ত্রণ করে মৌসুমের সঠিক সময়ে হাওর এলাকায় চাষাবাদ করার নিমিত্ত হাওর এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) হাওর এলাকায় খাল নালা সংস্কার করে জলাধার তৈরির মাধ্যমে সেচ, মৎস্য চাষ, নৌচলাচল ও গৃহস্থালী কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা;

খ) বেড়িবাঁধ ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আগাম বন্যা হতে বোরো ফসল রক্ষা করা;

গ) সাবমারসিবল বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি রেগুলেটর ও অন্যান্য ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ করা, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়;

ঘ) হাওর এলাকার বিভিন্ন স্থানে এলাকা উপযোগী কার্যক্রম প্রবর্তন ও গ্রহণ।

৫.৬ উপকূলীয় অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা

উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে ভিন্ন এবং সেচের জন্য অনুকূল নয়। উপকূলীয় এলাকার জমিতে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা কৃষি কাজে প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়া উপকূলের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততাও

একটি বিরাট সমস্যা। তবে উপকূল অঞ্চলের জোয়ার ভাটা এবং গত চার দশকে নির্মিত শতাধিক পোল্ডার এ অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। উপকূলীয় এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার জন্য সরকারের নীতি নিম্নরূপঃ

ক) উপকূলীয় অঞ্চলে সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহারকে অধিক গুরুত্ব দেয়া এবং বিকল্প পানির উৎস থাকলে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করা;
খ) বৃষ্টির পানি আহরণ ও সংরক্ষণকে উৎসাহিত করে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
গ) খাল, নালা, পুকুর, বিল ইত্যাদির সংস্কারসহ জমিতে সেচের সুবিধাসমূহ সৃষ্টি করা;
ঘ) উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান শতাধিক পোল্ডারের ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে ব্যবহার করে সেচ ব্যবস্থায় মিঠা পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা;
ঙ) উপকূলে জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে Gravitational Flow Irrigation ব্যবস্থায় সেচের জমির পরিমাণ বাড়ানো এবং প্রয়োজনে ক্ষুদ্রাকার পানি সংরক্ষণ আধারের ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
চ) উপকূলীয় এলাকায় স্লুইস গেট/ কন্ট্রোল গেট এর মাধ্যমে মিঠা পানি ধারণ করে বোরো ধানের আবাদ বাড়ানোর সম্ভাবনার উপর কার্যক্রম হাতে নেয়া;
ছ) কম সেচের প্রয়োজন হয় এমন অর্থকরী ও লবণাক্ত সহনশীল জাতের ফসলের আবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
জ) জনগণের সমর্থনপুষ্ট Tidal River Management (TRM) এর আওতায় জোয়ার ভাটার নদীসমূহে উপযুক্ত সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণ এবং বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের তথ্য জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ করা;
ঝ) সেচের ক্ষেত্রে অনগ্রসর জেলাসমূহ চিহ্নিত করে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
ঞ) খাল, নালা ইত্যাদি সংস্কারের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় আনয়ন করা।

৫.৭ পাহাড়ি অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা

পাহাড়ি অঞ্চলে যে সমস্ত ছড়া বছরের সব সময় প্রবাহমান থাকে সে গুলোর মধ্যে কিছু কিছু ছড়া সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ছড়ায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পাহাড়ি সমতল ভূমি ও পাহাড়ের ঢালের আবাদি জমিতে ব্যাপক সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব। এজন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। তাই পাহাড়ি এলাকায় সেচ প্রদানের জন্য সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) প্রবাহমান পাহাড়ি ছড়া সংস্কার এবং কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরিবাঁধ, রাবার ড্যাম ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো) পর্যায়ক্রমে (step by step) নির্মাণের মাধ্যমে জলাধার তৈরি করে সেচ, মৎস্য চাষ ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা;
খ) পাহাড়ের মাঝে সমতল ভূমি এলাকায় জলাধারের পানি শক্তিচালিত পাম্প দ্বারা উত্তোলন করে হোজ পাইপ, ড্রিপ ও স্প্রিংকলার পদ্ধতির সেচের মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজি জাতীয় আবাদী জমিতে সেচ প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;
গ) পাহাড়ি এলাকায় নদীর পানি পাম্পের সাহায্যে উত্তোলনের মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা;
ঘ) পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন লেকের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিচালিত পাম্প ভর্তুকীর মাধ্যমে অথবা স্বল্প ভাড়ায় কৃষকদের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
ঙ) কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, রাবার ড্যাম ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে উজান বা ভাটিতে যে কোন ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
চ) পাহাড়ী অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় পদ্ধতিতে পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা উৎসাহিত করা।

৫.৮ চর অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের কৃষি জমির প্রায় ১০% অভ্যন্তরীণ চর এলাকার আওতাভুক্ত, যেখানে পানি থাকলেও সঠিক ও সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামো না থাকায় সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে। এলাকাগুলোতে সেচ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে উৎপাদন দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ করা সম্ভব, যা দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। চর অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকারের নীতি হলোঃ

ক) অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত শক্তিচালিত পাম্প, অগভীর নলকূপ এবং ফোর্স মোড নলকূপ ব্যবহার করে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
খ) খাল নালা সংস্কার করে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচযন্ত্রের সাহায্যে সেচ সুবিধা প্রদান করা;
গ) বেড়িবাঁধ ও ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা।
ঘ) চরাঞ্চলের জন্য "লাগসই প্রযুক্তি" ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৯ বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা

ভূ-তাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত বরেন্দ্র অঞ্চল এবং সমপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকারের নীতি হলোঃ

ক) ভূপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবহার করা;

খ) ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নেই এমন এলাকায় সেচ কাজের উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ পানি নিরাপদ উত্তোলন ও সেচ কাজে ব্যবহার করা;

গ) সেচ কাজে ব্যবহার্য পানি বন্টন ব্যবস্থা এবং সেচযন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

৫.১০ সম্পূরক সেচ

বাংলাদেশে খরিফ-২ মৌসুমে সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ফসল উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সময়ে ফসলের জন্য সম্পূরক সেচ প্রদান অপরিহার্য। খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের জন্য সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) খরা পীড়িত এলাকার সেচযন্ত্র চিহ্নিত করে সম্পূরক সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক খরার সময়ে বিনামূল্যে সেচযন্ত্রের বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ প্রদান, ডিজেল ও বিদ্যুতে ভর্তুকি প্রদান, কারিগরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

খ) প্রাকৃতিক দূর্যোগে শস্যহানি ঘটলে কৃষক পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে জরুরিভিত্তিতে সেচ পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা;

গ) খরা পীড়িত এলাকায় খরা সম্পর্কে কৃষকদেরকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগাম তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১১ সেচ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও সুবিধা প্রদান

ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার, সেচ খরচ কমানো, ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ উত্তোলন সীমাবদ্ধ রাখা, সেচযন্ত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ব্যবহার, ফসলভিত্তিক চাহিদামাফিক পানি সরবরাহ, অধিকতর এলাকা সেচের আওতায় আনা, উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের নীতি নিম্নরূপে পরিচালিত হবেঃ

ক) সেচযন্ত্রে বিদ্যুতের চাহিদা মৌসুমভিত্তিক। তাই সেচযন্ত্রের জন্য পৃথক বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে শুধুমাত্র সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

খ) সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং সেচ মৌসুমে সেচযন্ত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্রের বিদ্যুৎ চার্জ যথাসম্ভব কম রাখা এবং বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে কৃষি সংস্থাগুলোর নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করা এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাতীয় গ্রীডের বাইরের এলাকাসমূহে সৌর/নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা করা;

গ) অনগ্রসর এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি প্রচেষ্টায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা;

ঘ) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যপ্রণালী বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১০০০ হেক্টরের উর্ধ্ব আয়তনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্পের অবকাঠামো তৈরি করা। বর্ণিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্প/ প্রকল্পসমূহের কৃষি জমিতে উপজেলা সেচ কমিটির সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন/ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নিজস্ব অধিক্ষেত্রে) কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী সেচযন্ত্র স্থাপন করে সেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ) বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় আবাদি জমি অনাবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে। এসকল জমিতে ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত পানি নিষ্কাশন কর্মসূচিসহ সেচ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

চ) অধিকাংশক্ষেত্রে Gravity Flow' এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পাহাড়ের পাদদেশে এবং সমতল ভূমিতে রাবার ড্যাম বা বাঁধ স্থাপন/নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের Upstream এর কৃষকগণসেচ সুবিধা পেলেও Downstream এর কৃষকগণসেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই কারিগরি দিক বিবেচনা করে এসব প্রকল্পে Section by Section উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়ে Submerged Weir/ Submerged Rubber Dam এর মাধ্যমেসেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ছ) যে কোন ধরনের সেচযন্ত্র স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন নেয়া এবং লাইসেন্স এর জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করা;

জ) সেচযন্ত্রের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় মাননিয়ন্ত্রণ কমিটি পুনরায় চালু করা। মাননিয়ন্ত্রণ কমিটি ইঞ্জিন, মটর ও

ঝ) পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাস এর প্রযুক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করা;

ঞ) সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য উপকারভোগী কৃষকদের নিকট থেকে সেচচার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক সেচচার্জের সমতা রক্ষা করা। এক্ষেত্রে সেচযন্ত্রের প্রকার, জ্বালানী ব্যবহার, শ্রমিক মজুরি, সেচ নালা নির্মাণ ও মেরামত, মাটির ধরন এবং মৌসুম বিবেচনা করে সেচচার্জ নির্ধারণ করা;

ট) সেচের পানি সুষ্ঠু বিতরণের জন্য সেচনালাসহ সকল সেচ অবকাঠামো তৈরিতে বা পানির গতিপথে কোনরূপ বাঁধা যাতে প্রদান না করা হয় তার ব্যবস্থা নেয়া;

ঠ) বাৎসরিকভিত্তিতে সেচ কাজে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ড) যান্ত্রিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মালিকানাধীন বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকী প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা ।

৫.১২ সেচ কমিটি গঠন

কৃষি উন্নয়নে সেচ সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (Stakeholders) স্থানীয় এলাকার জন্য নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার কাজে সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ নীতিমালা বিস্তারিত ক্রিয়াকলাপের কাঠামো প্রদান করবে, তাই নীতিমালা সম্পর্কিত যাবতীয় জটিলতা ও বাস্তব দৃশ্যপটের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হবে এবং নিষ্পত্তি/ নিরসন করা হবে।

সেচযন্ত্রের স্থান ও দূরত্ব নির্ধারণ করে সেচযন্ত্র বসানোর অনুমোদন, সেচযন্ত্রের লাইসেন্স প্রদান, উপজেলায় সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের অনুমোদন, ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য উপজেলা ও জেলা সেচ কমিটি যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

৫.১২.১ উপজেলা সেচ কমিটি

নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উপজেলা সেচ কমিটি গঠিত হবেঃ

১.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
২.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সহ সভাপতি
৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ডি.এ.ই	-	সদস্য
৪.	উপজেলা প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি	-	সদস্য
৫.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯.	সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
১০.	পিডিবি/ আরইবি'র প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য
১২.	কৃষক প্রতিনিধি (১ জন)	-	সদস্য
১৩.	সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি/ বিএমডিএ/ কৃষি প্রকৌশলী, ডিএই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য সচিব

উল্লেখ্য যে, ১) দেশের সকল উপজেলায় (রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাদে) বিএডিসি'র সহকারী প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় বিএমডিএ'র সহকারী প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) যে সকল উপজেলা বিএডিসি কিংবা বিএমডিএ'র সহকারী প্রকৌশলী'র আওতাধীন নেই কেবলমাত্র সে সকল উপজেলায় ডিএই'র কৃষি প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪) সেচ কমিটিতে একই সংস্থা/ অধিদপ্তরের একাধিক প্রতিনিধি সদস্য হতে পারবে না।

৫) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.১২.২ উপজেলা সেচ কমিটির কার্যাবলী

ক) সেচযন্ত্র স্থাপন ও সেচনালা নির্মাণের স্কীম অনুমোদন করা।

খ) দূরত্ব অনুযায়ী সেচযন্ত্র বসানোর স্থান নির্ধারণ করা।

গ) সকল প্রকার সেচযন্ত্রের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যাপারে কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই করে তা অনুমোদন করা।

ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী সেচযন্ত্রের ধরন নির্ধারণের সুপারিশ করা।

ঙ) উপজেলায় সেচযন্ত্র বসানোর ব্যাপারে কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হলে তার সমাধান করা।
চ) উপজেলায় সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দ্বৈততা ও অধিক্রমণ পরিহারপূর্বক আন্তঃ বিভাগীয় কার্যক্রম সমন্বয় করা।
ছ) সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ সুপারিশ প্রদান করা।
জ) জেলা সেচ কমিটির নির্দেশ/ পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
ঝ) সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
ঞ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমন্বিত সেচ নীতিমালাসহ অন্যান্য সংশিষ্ট নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা।
ট) সেচের পানি বিতরণের নিমিত্ত যে সমস্ত সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে তাতে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হলে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক তা সমাধান করা এবং প্রয়োজনবোধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা।
ঠ) সেচ সংক্রান্ত কোন সমস্যা উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক সমাধান করা সম্ভব না হলে তা সুপারিশসহ জেলা সেচ কমিটির নিকট প্রেরণ করা।
ড) সেচযন্ত্রের ডিজেল/ বিদ্যুৎ খরচ, সেচনালা নির্মাণ, সেচযন্ত্রের চালক খরচ, ইঞ্জিন/মটর মেরামত খরচ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক প্রত্যেক একর এ সেচচার্জ নির্ধারণ করা এবং সে মোতাবেক যাতে কৃষকগণ ম্যানেজারকে সেচচার্জ প্রদান করেন তার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।
ঢ) উপজেলা সেচ কমিটির অনুমতি ব্যতীত কোন নলকূপ বসানো হলে সেচযন্ত্র মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১২.৩ জেলা সেচ কমিটি

নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে জেলা সেচ কমিটি গঠিত হবেঃ

১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	জেলা পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩.	উপপরিচালক, ডি.এ.ই	-	সদস্য
৪.	উপপরিচালক, বি.আর.ডি.বি	-	সদস্য
৫.	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি	-	সদস্য
৭.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডিবি	-	সদস্য
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, আরইবি/মহাব্যবস্থাপক, পবিস	-	সদস্য
১১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
১২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
১৩.	কৃষক প্রতিনিধি (১ জন)	-	সদস্য
১৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি/ বিএমডিএ/সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী, ডিএই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য সচিব

উল্লেখ্য যে, ১) দেশের সকল জেলায় (রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাদে) বিএডিসি'র নিবার্হী প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিএমডিএ'র নিবার্হী প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) যে সকল জেলা বিএডিসি কিংবা বিএমডিএ'র নিবার্হী প্রকৌশলী দায়িত্বে নেই কেবলমাত্র সে সকল জেলায় ডিএই'র সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪) সেচ কমিটিতে একই সংস্থা/ অধিদপ্তরের একাধিক প্রতিনিধি সদস্য হতে পারবে না।

৫) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.১২.৪ জেলা সেচ কমিটির কার্যাবলী

ক) উপজেলা কমিটি কর্তৃক সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হলে তা মীমাংসা করা।
খ) সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
গ) জেলা সেচ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/ তথ্যাদি সরকারকে অবহিত করা।
ঘ) বিভিন্ন বিভাগের সেচ প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা।
ঙ) বিভিন্ন সময়ে সেচ উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৫.১৩ সেচযন্ত্রের নিবন্ধন প্রদান

বর্তমানে সেচযন্ত্র স্থাপন এবং নিবন্ধন প্রদানের ব্যাপারে কোন বিধিমালা না থাকায় কৃষকগণ যত্রতত্র সেচযন্ত্র স্থাপন করে কৃষিকাজে সেচ প্রদান করে থাকেন। এতে উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী সেচযন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় অগভীর নলকূপে সেচ মৌসুমে পানি পাওয়া যায় না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। সেচযন্ত্রের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় সেচ সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেচ কাজে সরকারি সহায়তার ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কাজেই সেচযন্ত্রের সঠিক ব্যবহার ও পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সেচযন্ত্রের পরিসংখ্যান নির্ণয় ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-১৯৮৭ এর বিধি-৪ থেকে ১৪ মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি গ্রহণপূর্বক সেচযন্ত্রের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি হলোঃ

ক) উপজেলা সেচ কমিটির সদস্য-সচিব সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজারের আবেদন মোতাবেক উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিদ্যমান আইন অনুসারে নিবন্ধন প্রদান করা এবং প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট ফি (সংশোধনযোগ্য) গ্রহণ করে নিবন্ধন নবায়নের ব্যবস্থা করা;

খ) নিবন্ধনের উপর ভিত্তি করে সরকারি সহায়তা যাতে কৃষকগণ সরাসরি পেতে পারেন তা নিশ্চিত করা;

গ) নিবন্ধন না করে কোন সেচযন্ত্র স্থাপন/সরবরাহ/ক্ষেত্রায়ন করা হলে সংশ্লিষ্ট সেচযন্ত্রের মালিকের বিরুদ্ধে উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক এর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঘ) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক এর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঙ) সেচযন্ত্রের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলা সেচ কমিটির কর্মপরিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা।

৫.১৪ সেচযন্ত্রের মান নিয়ন্ত্রণ

সেচযন্ত্র বেসরকারিকরণের পূর্বে জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ নামে একটি কমিটি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য আমাদানিকৃত ইঞ্জিন, মটর, দেশী ও বিদেশী উৎপাদনকৃত পাম্পের মান নিয়ন্ত্রণ করতো। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডারডাইজেশন এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত সেচযন্ত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং স্প্রেয়ার মেশিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুপারিশ করতেন। কিন্তু সেচযন্ত্র বেসরকারিকরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ কমিটির কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়।

সেচযন্ত্রের বেসরকারিকরণের পর কি ধরনের যন্ত্র আমদানি করা হচ্ছে বা কৃষকেরা মাঠে ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। যে সব ইঞ্জিন আমদানি করা হচ্ছে সেগুলো সঠিক মান সম্পন্ন না হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা/ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেচ খরচ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় সেচযন্ত্রসমূহের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কমিটি পুনর্বহাল করা প্রয়োজন। ইঞ্জিনের ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক পাম্প ব্যবহার করে যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি উত্তোলন করা যায় সে বিষয়ে কমিটি তদারকি করবে এবং ইঞ্জিন ও পাম্পের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে বাজারজাতকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। ইতঃপূর্বে গঠিত কমিটি পুনর্গঠন করে জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি পুনঃ চালু করা এবং কমিটিকে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব প্রদান করা।

৫.১৫ সেচ কাজে প্রযুক্তিগত সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ হ্রাস

সেচ খরচ কমিয়ে আনার নিমিত্ত সেচ কাজে সরকারি সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) পর্যায়ক্রমে সমুদয় সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন এবং বিকল্প জ্বালানী যেমন- গ্যাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া;

খ) উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দূর্গম অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থা বহাল রাখা;

গ) সেচ খরচ কমানোর জন্য ডিজেল ও বিদ্যুৎ সহজলভ্য করা এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য জ্বালানী উপকরণের মূল্য কম রাখার ব্যবস্থা করা;

ঘ) পাকা সেচনালা, বারিড পাইপ ইত্যাদি নির্মাণ করে সেচের পানির অপচয় রোধের মাধ্যমে সেচ খরচ কমিয়ে আনা;

ঙ) সেচচার্জ আদায় ও সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল প্রকার বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রে স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার প্রবর্তন করা;

চ) বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া;

ছ) অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকায় প্রাথমিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সেচ কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

জ) সেচের পানি সাশ্রয় ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে AWD প্রযুক্তি ব্যবহার করা;

ঝ) বাঁধ, রাবার ড্যাম, সাবমার্জডওয়্যার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কৃষকগণকে অধিক ফসল উৎপাদনে সরকারিভাবে সহায়তা করা;

ঞ) জলাবদ্ধ এলাকায় পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে অধিক ফসল উৎপাদনে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা;

ঞ) সেচযন্ত্রের ক্ষমতা মোতাবেক সেচ এলাকা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ট) মাঠ পর্যায়ে দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

ঠ) সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ সম্পর্কে কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ড) ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর সেচ প্রকল্পের সেচ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা এবং স্বল্প মূল্যে কিংবা ভাড়ায় সেচযন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঢ) অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করে সেচের পানির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

ণ) অঞ্চলভিত্তিক ফসল বিন্যাস অনুসরণ করে সেচের পানির সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫.১৬ সেচচার্জের সমতা নির্ধারণ

আউশ/আমন/বোরো মৌসুমে সেচের জন্য পরিচালিত গভীর/অগভীর নলকূপ/শক্তিচালিত পাম্পসহ সকল সেচযন্ত্রের একটি সমন্বিত বাস্তবভিত্তিক সেচচার্জ হার নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। তাই উপজেলা সেচ কমিটিকে সেচচার্জ হার অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যায়। সেচচার্জ হার আউশ, আমন ও বোরো বা অন্য কোন মৌসুমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প ইত্যাদি সেচযন্ত্রের জন্য তাদের ক্ষমতা (ডিসচার্জ) অনুযায়ী পৃথক সেচচার্জ হার নির্ধারিত হবে। সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য উপকারভোগী কৃষকদের নিকট থেকে সেচচার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক সেচচার্জের সমতা রক্ষা করা হবে। এক্ষেত্রে সেচযন্ত্রের প্রকার, জ্বালানী ব্যবহার, শ্রমিক মজুরী, সেচনালা নির্মাণ ও মেরামত, মাটির ধরন এবং মৌসুম বিবেচনা করে সেচচার্জ নির্ধারণ করা হবে। বেসরকারি সংস্থা/স্কীম/ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে চালু সেচযন্ত্রের জন্য মূলধন ব্যয়, উপকরণ ব্যয়, পরিচালনা ব্যয়, জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ ও লাভসহ অন্য সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় অর্ন্তভুক্ত করে প্রযোজ্য একক প্রতি (প্রতি ঘন্টা কিংবা প্রতি হেক্টর) সেচচার্জ নির্ধারিত হবে। সেচচার্জের হার ধার্য ও সেচচার্জ আদায়ের জন্য সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নীতি/কাঠামো ব্যবহার করবে। তবে সেচচার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে সেচ অবকাঠামো পরিচালনা ব্যয় (O&M cost) আদায়ে নিশ্চয়তা থাকবে। ঘন্টাভিত্তিক সেচচার্জ ব্যবস্থায় সেচ প্রদানের পূর্বে সেচচার্জ আদায়যোগ্য এবং হেক্টর/মৌসুমভিত্তিক সেচচার্জ ব্যবস্থায় মৌসুম শুরুর পূর্বে এক তৃতীয়াংশ, দেড়মাস পর এক তৃতীয়াংশ ও পরবর্তী দেড়মাস পর বাকি এক তৃতীয়াংশ চার্জ আদায় করা হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সমবায় ভিত্তিতে চালু সেচযন্ত্রের সেচচার্জ যথাক্রমে মালিক/স্কীম ম্যানেজার/ গ্রুপ লিডার এবং সমবায় সমিতির অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে আদায় হবে। বছর শেষে উপজেলা সেচ কমিটি সেচচার্জ হার রিভিউ করবে। সেচ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে জমির মালিক/সেচযন্ত্রের মালিক এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে উপজেলা সেচ কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবে এবং কমিটি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকারের অন্য কোনো বিভাগ/অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে গঠিত সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত সেচযন্ত্রের জন্য সেচচার্জ সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অনুমোদিত কমিটি নির্ধারণ ও আদায় করবে; তবে তা উপজেলা সেচ কমিটিকে অবহিত করবে।

৫.১৭ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা জোরদার করার জন্য সরকারের নীতি হচ্ছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করাঃ

ক) সেচের পানির অপচয়রোধ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও ফসলভিত্তিক সুষম পানি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

খ) স্বল্প সেচে ভাল ফলন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এমন ফসল গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে তা নির্ধারিত এলাকার জন্য সুপারিশ করা;

গ) স্বল্প মূল্যে দেশীয় পদ্ধতিতে সেচের পানি উত্তোলনের জন্য মটর ও পাম্প নির্মাণ এবং বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করার বিষয়ে গবেষণা জোরদার করা;

ঘ) Conjunctive use of Surface and Groundwater-কে উৎসাহিত করার নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে সেচ প্রকল্প প্রণয়নে পানির প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার্থে প্রয়োজনীয় মডেল প্রণয়ন এবং তা ব্যবহারের লক্ষ্যে সেচ কাজে গবেষণা জোরদার করা;

ঙ) ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ, রিচার্জ, ভবিষ্যৎ সেচ সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন খাতে পানির প্রয়োজন ইত্যাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে উপযুক্ত মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব Water balanced study পরিচালনা করা;

চ) ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার পরিমাণ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভবিষ্যতে বিভিন্ন সেক্টরে পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের জন্য Irrigation Management Zoning Plan প্রণয়ন করা;

ছ) ফসল উৎপাদনে সেচ সাশ্রয়ী পানি ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা করা;

-২৫-

জ) উপকূলীয় এলাকায় মৌসুমভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য গবেষণা জোরদার করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও শস্য নির্বাচন করা।

৫.১৮ সেচ ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ

সেচ ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জোরদার করার জন্য সরকারের নীতি নিম্নরূপঃ

ক) প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা;

খ) ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উঠা নামা সেচ ব্যবস্থার উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়মিত মনিটরিং এর পদক্ষেপ এবং কোথায় কি ধরনের সেচযন্ত্র বসানো যাবে সে সম্পর্কে কৃষকদেরকে পরামর্শ প্রদান করা;

গ) ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ প্রযুক্তির উপর গবেষণা জোরদার করা;

ঘ) বিভিন্ন এলাকার সেচের পানি সংগ্রহ করে উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোথায় কি ধরনের পানি সেচের জন্য উপযোগী তা কৃষকদেরকে নিয়মিত অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ) সেচযন্ত্রের পরিসংখ্যান, সেচ এলাকা ও উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা প্রতি বৎসর সরেজমিনে জরিপ করে নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং তার উপর ভিত্তি করে সেচ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

চ) উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় ফসল উপযোগী প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গবেষণা জোরদার করা।

৫.১৯ সেচ ব্যবস্থাপনায় সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়

সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান কিংবা এনজিও সংগঠন কারো পক্ষেই এককভাবে সেচ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সংকট মোচন অথবা সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থাপনা গভীর সমস্যা সংকুল এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সম্পদ খুবই সীমিত। তাই সেচ কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি, বেসরকারি, কৃষক ,বিভিন্ন এনজিও এবং সমবায় সংগঠনগুলোর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নীতি হলো ঃ

ক) কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থা এনজিও এবং সমবায় সংগঠনের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন নীতিমালার প্রতিকূল হিসেবে বিবেচিত যে কোন কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ করার অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত রাখা;

খ) ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম সুসংগঠিত করে মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সমন্বয় সাধন করা;

গ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতার গুরুত্ব, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ কৃষকদেরকে সেচ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমে উৎসাহিত করা;

ঘ) সরকার কর্তৃক সমাপ্তকৃত সেচ প্রকল্পগুলো ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৫.২০ আধুনিক ডাটাবেইস

উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে সময়মত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার আওতায় নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইস গড়ে তোলার জন্য সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসি, ডিএই এবং বিএমডিএ- এর (যেখানে প্রযোজ্য) তত্ত্বাবধায়নে প্রতি বছর সেচ কার্যক্রম যৌথভাবে জরিপ করে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণপূর্বক একটি ডাটা ব্যাংক গড়ে তোলা;

খ) জেলা পর্যায়ে বিএডিসি, ডিএই ও বিএমডিএ (যেখানে প্রযোজ্য) কর্তৃক নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে কম্পিউটার সুবিধা প্রদান ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবেদন প্রদানসহ ডাটাবেইস/ ডাটা ব্যাংক গড়ে তোলা;

ঘ) বিএডিসি, ডিএই ও বিএমডিএ-এর (যেখানে প্রযোজ্য) মাধ্যমে সেচের গুরুত্বপূর্ণ সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তসমূহ সমন্বয়ে জরিপ প্রতিবেদন প্রতি বছর প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উক্ত প্রতিবেদনে সেচ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সেচ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে সন্নিবেশ করা;

ঙ) সেচ বিষয়ক ডাটাবেইস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহায়তা নেয়া এবং তথ্য বিনিময় করা;

চ) সেচ কাজে নিয়োজিত সকল সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ছ) গ্রাউন্ডওয়াটার জোনিং ম্যাপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্থিতিশীল পানি স্তরের প্রকৃত অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে তা নিয়মিত

প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

জ) সেচের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা তার নিজস্ব ডাটাবেইস এ সেচ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণপূর্বক তা GIS ভিত্তিক করে সংশিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেচ সংক্রান্ত ডাটাবেইস এবং ওয়েব সাইটসমূহ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)-তে বিদ্যমান National Water Resources Database (NWRD) এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ (Compatible) করে তার সাথে সংযোগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঝ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঞ) আধুনিক ডাটাবেইসে স্বার্থ সংশিষ্ট সকলের প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার করার অধিকার যাতে থাকে তার সুযোগ নীতিমালায় সন্নিবেশ করা।

৫.২১ স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ

সেচ ব্যবস্থাপনার আওতায় নীতি-নির্ধারক সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

ক) সেচ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং পানি নিষ্কাশন প্রকল্পে জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশিকা, প্রকল্প প্রণয়ন/ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট বিতরণ করা;

খ) পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ/কৃষক গ্রুপ ও অনুরূপ গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন তৈরির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সুবিধাভোগীদের নিকট বিতরণ করা;

গ) ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা হলেই সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সেচ প্রকল্প/কার্যক্রম করা যাবে। এ সকল কাজে গ্রামীণ মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;

ঘ) সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনায় ভূমিহীন ও অন্য অনগ্রসর গ্রুপকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পন্থা উদ্ভাবন ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঙ) সেচ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনে মহিলাদের ব্যাপকভিত্তিক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;

চ) কোন সামাজিক গোষ্ঠী অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব করলে সে ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের/কৃষকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৬.০ প্রাতিষ্ঠানিক নীতি

সরকার সংস্কার কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করবে। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রথমত সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমকে পৃথক করা। দ্বিতীয়ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও পরিচালনা কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হলোঃ

৬.১ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডাব্লিউআরসি) দেশের সকল বৃহৎ সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র কৃষি সংক্রান্তক্ষুদ্রসেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বিশেষত

ক) সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের নীতি প্রণয়ন;

খ) সেচ ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

গ) সেচ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন তদারকি;

ঘ) সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) সমন্বিত সেচ নীতিমালায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

চ) সেচ ব্যবস্থাপনার যে কোন বিষয়ের দিকে প্রয়োজনমত দৃষ্টি প্রদান।

৬.২ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডাব্লিউআরসি) দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ

ক) সমন্বিত সেচ নীতিমালার প্রয়োজন অনুসারে সেচ কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃখাত সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা;

খ) সেচ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সেচ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া;

গ) সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যাবৃত্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদকে অবহিতকরণ ও পরামর্শ প্রদান;

ঘ) সেচ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অর্পিত/প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

৬.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ

ক) দেশের ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অনুসারে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃখাত সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ;

খ) ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সেচ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া;

গ) সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যাবৃত্তে সরকারকে অবহিতকরণ ও পরামর্শ প্রদান;

ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট অনুযায়ী তাদের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন।

৬.৪ গোষ্ঠী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য সুশীল সমাজের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে সরকার মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

৬.৫ সেচের পানি ব্যবহারকারীদের কাছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান সেচ উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িত কেবল তারাই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। সেচ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থা দেশের সেচযন্ত্র ও অবকাঠামো পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

৭.০ আইনগত কাঠামো

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা কার্যকর ও বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত আইনগত কাঠামো নির্ণয় করা একটি মৌলিক বিষয়। বাংলাদেশে যে কোন ধরনের সেচ ব্যবস্থাপনার সংগে সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনের কার্যকারিতার জন্য কিছু কিছু মূল বিষয়ে সম্পূরক বিধির প্রয়োজন হয়। সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার মাধ্যমে এ নীতি কার্যকর করা হবে এবং বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কতিপয় অনুকূল বিধান থাকবে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করাঃ

ক) সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার উপর প্রভাব রয়েছে এমন আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করা এবং সেচ ও পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করা;

খ) সেচ ব্যবস্থাপনায় মালিকানাস্বত্ত্ব, উন্নয়ন, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ক্ষয় থেকে রক্ষা সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও সংহত করতে একটি জাতীয় ও সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ কোড প্রণয়ন করা।

৮.০ উপসংহার

সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সেচ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও উত্তরোত্তর গতিশীল খাত হিসেবে গড়ে তুলবে, যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবস্থা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা, বৃহৎ সেচ কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা পরিহার, সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয়রোধ, সেচ খরচ কমানো ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে উন্নত দেশসমূহের ক্ষুদ্রসেচ নীতি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালাকে যুগোপযোগী করার জন্য মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতে হবে। আশা করা যায় বর্তমান সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা সেচ ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করবে এবং দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে যথাযথ ভূমিকা পালন করে কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।